যায়যায়দিন

7 JUL 2008

এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্য

অকৃতকার্যদের ব্যাপারে ভাবতে হবে

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার এবার রেকর্ডসংখ্যক বেড়েছে। বেড়েছে জিপিএ-৫ ও গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। একইসঙ্গে সারাদেশে শতভাগ পাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে। কমেছে শতভাগ ফেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। এসএসসি পরীক্ষায় স্মরণকালের এ সাফল্য দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রমাণ বহন করছে। তবে পাসের এ সংখ্যা দেখে আমাদের শুধু আনন্দিত হলেই চলবে না, যারা ফেল করেছে তাদের ব্যাপারেও ভাবতে হবে।

এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফেল করেছে ২ লাখ ৮০ হাজার ৬ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ২৬ হাজার ৫৮২ জন। ফেলের সংখ্যা গতবারের চেয়ে অর্ধেক কমলেও এ বিপুলসংখ্যক ফেল করা শিক্ষার্থী সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত তাদের ভবিষ্যতের স্বার্থেই। তারা কেন ফেল করেছে; এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান না শিক্ষার্থী দায়ী- এসব বিষয় অনুসন্ধান করে যদি সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যায় তবে ভবিষ্যতে আমরা আরো ভালো কিছু আশা করতে পারি। তখন ফেল করা এসব শিক্ষার্থী বোঝা না হয়ে পরিবার ও দেশের সম্পদে পরিণত হবে।

যেসব কারণে সাধারণত পরীক্ষার্থীরা ফেল করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পড়ালেখায় অমনোযোগিতা, উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, আর্থিক সমস্যা, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমস্যা, অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারা। এছাড়া ফেল করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীও রয়েছে। পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায়, যারা ফেল করছে তাদের ব্যাপারে ঠিক কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া যায় এ বিষয়ে কিছু মতামত দিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। তাদের অধিকাংশের মত হচ্ছে- যারা বেশি দুর্বল শিক্ষার্থী তাদের পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে বৃত্তিমূলক বা কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই ভালো হবে। শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে শিক্ষকরাই ভালো বোঝেন। তাই প্রধান শিক্ষকদের এ মতামত সরকার বিবেচনায় আনতে পারে। ফেল করা শিক্ষার্থীদের যদি তাদের পছন্দের কোনো কাজে লাগানো যায় তাহলে ফেলের সংখ্যা যেমন কমবে, তেমনি জীবন নিয়ে তারা আশাবাদী হতে পারবে। এতে দুর্বল শিক্ষার্থীরা বোঝা না হয়ে সমাজের কাজে আসবে। তবে যারা দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে ফেল করেছে তাদের নতুন করে সুযোগ দেয়া প্রয়োজন এবং যারা আর্থিক দৈন্যের কারণে সমস্যায় পড়েছে তাদের সহযোগিতা করে আবার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন।

এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় একজনও পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯১টি। এ সংখ্যা গতবার ছিল ২৪৮টি। শতভাগ ফেল বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে এলেও আমরা উদ্বেগমুক্ত হতে পারছি না- কেন ৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে যদি এবার যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তবে এ সংখ্যা আগামীবার শূন্যের কোঠায় নামার আশা করা যায়। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা আদৌ হয় কি না, না শুধুই নামসর্বস্ব। শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কার করে হয় শিক্ষার মান বাড়াতে হবে না হয় এগুলো বাদ দিতে হবে। আমরা আশা করবো, সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে আরো কার্যকর ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যা আগামী দিনে আমাদের আরো বড় সাফল্য এনে দেবে। যে সাফল্য জাতিকে আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবে।